তারিখ 25 JUL 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সংবাদ

মতবিনিময়ে আলোচকরা ——

ছাত্রাবাসে থাকা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা সহজেই জঙ্গিবাদে জড়ায়

শিক্ষার্থীদের শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

ছাত্রাবাসে থাকা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সহজেই জঙ্গিবাদে বা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ছাত্রাবাসগুলোর ওপর সরকারকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

গতকাল রাজধানীর ফার্মগেট কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে 'জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে মাদ্রাসা শিক্ষকদের করণীয়' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বক্তারা এ কথা বলেন। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এই সভার আয়োজন করে, যাতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। সারাদেশের দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসা প্রধানরা এই সভায় যোগদান করেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এএস মাহমুদ মাদ্রাসায় জঙ্গিবাদ দমনে সাত দফা প্রস্তাব দেন। সেগুলো হচ্ছে- সব শিক্ষার্থীরই গতিবিধি ও আচরণ নজরদারিতে রাখা, প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা সুপারদের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মাদ্রাসায় অবস্থান করা, শিক্ষকবৃন্দদেরও নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মাদ্রাসায় অবস্থান এবং নিয়মিতভাবে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সমন্বয়ে সভা করা, শিক্ষকরা কী পাঠদান করান সে বিষয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়মিত খোঁজ-খবর রাখা, ছাত্রাবাসে আবাসিক শিক্ষার্থীদের ওপর নজর রাখা ও হোস্টেল সুপারদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন, হামদ-নাত, ডিবেট ও খেলাধুলার মতো এক্সট্রা কারিকুলাম কর্মকাণ্ড সব মাদ্রাসায় চালু রাখা। সভায়

ছাত্রাবাসে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

ছাত্রাবাসে : থাকা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঢাকা নেছারিয়া কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কাফিল উদ্দিন সরকার বলেন, 'হত্যাকারীরা জানে না কেন তারা হত্যা করছে। যারা হত্যার শিকার হচ্ছেন তারাও জানেন না কেন তাদের হত্যা করা হলো। এজন্য শিক্ষার্থীকে শিশুকাল থেকেই উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কঠিন সময়। তাই মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে হবে। টেলিভিশনে বেশি বেশি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। ছাত্রাবাস বা হোস্টেলগুলোতে বিশেষ নজর দিতে হবে এবং নিয়মিত হাজিরার ব্যবস্থা রাখতে হবে। বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে। সপ্তাহে একদিন জঙ্গিবাদবিরোধী আলোচনারও আয়োজন করা যেতে পারে।'

সিলেটের কামাল বাজার আলিম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ একেএম মনোয়ার আলী বলেন, 'শুধু পিস টিভিই নয়, নীতি-নৈতিকতাবিরোধী যত চ্যানেল রয়েছে সব বন্ধ করতে হবে।' শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব শাব্বির আহমেদ মমতাজী বলেন, 'আলিয়া মাদ্রাসায় কোন জঙ্গি নেই। আজকে যারা এই সভায় এসেছেন সবাই কেন্দ্র সচিব। সবাই বাড়ি ফিরে গিয়ে প্রতি কেন্দ্রে একটি উদ্বুদ্ধকরণ সভা করবেন।'

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, 'সারাবিশ্বে দেশ যখন উন্নয়নের মডেল হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে, সারা বিশ্বে যখন দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল, তখনই দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে স্বার্থান্বেষী কুচক্রী মহল শান্তির ধর্ম ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের একটি অংশকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এ ধরনের জঙ্গিবাদী তৎপরতা রোধে সমাজে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে মন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষক ও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, 'শিক্ষকদের হতে হবে সবার আদর্শ। কিন্তু শিক্ষকরা যদি বিপথগামী হয় তাহলে আর কী থাকে। আজকে যারা এই সভায় এসেছেন তাদের প্রত্যেককে যার যার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নিতে হবে। নিয়মিত যদি ক্লাস হয়, পড়ালেখা হয় তাহলে মাঝখানে অন্যকিছু ঢুকতে পারবে না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকেই শিক্ষকদের চিনতে হবে। শুধু নামে নয় শিক্ষার্থীর স্বভাব চরিত্র ও পরিচয়ও শিক্ষকদের জানতে হবে। প্রয়োজনে যতজনের নামপরিচয় জানা সম্ভব ততজনই আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সংগীত না গাওয়া একটা অপরাধ। এ বিষয়েও সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।' মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম ছায়েফ উল্যাহ'র সভাপতিত্বে আরও বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেন, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক বেলাল হোসেন, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহম্মাদ আহসান উল্লাহ প্রমুখ। এছাড়া প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন মাদ্রাসা প্রধানও সভায় বক্তব্য রাখেন।